যুগান্তর

তারিখ 1.6 APR 2012
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৪

ইতিহাস বিকৃতির মামলা

বাউবির ভিসিসহ ছয় জনের জামিন মঞ্জুর

কোর্ট রিপোর্টার

ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) বর্তমান ভিসি প্রফেসর আর আই এম আমিনুর রশীদসহ ৬ জনের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর হাকিম [illegible] জামিনের আবেদন শুনানি শেষে তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। একই মামলায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এরশাদুল বারী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের সাবেক ডিন প্রফেসর [illegible] সমন ফেরত না আসায় বিচারক আগামী ৯ মে সমন ফেরত ও বাকি আসামিদের হাজির হওয়ার জন্য দিন ধার্য করেছেন। গতকাল জামিন পাওয়া আসামিরা ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। আত্মসমর্পণ করা অপর আসামিরা হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের প্রফেসর ড. এম ফরিদ আহমেদ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মোঃ রুহুল আমিন, সাবেক প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন বিভাগের পরিচালক এবং বর্তমানে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক ড. ফরহাদ আলী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আবদুর রহিম ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মোঃ ফুসুর উদ্দিন। বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির বিবিএ প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান ড. আরশেদ আলী মাতুব্বর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং সাবেক উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক মোঃ কামাল উদ্দিন ২১ মার্চ হাইকোর্ট থেকে ৬ সপ্তাহের জামিন পান। উচ্চ আদালত থেকে জামিন পাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আদালতকে আলাদা আলাদা দরখাস্ত দিয়ে তারা অবহিত করেন। ৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশীদ বাদী হয়ে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে এ মামলাটি দায়ের করেছিলেন। মামলার আরজিতে বলা হয়, বাদী এবং ২নং সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন প্রণীত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পৌরনীতি দ্বিতীয়পত্র ২০০০ সালে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। উপ-উপাচার্য হারুন-অর-রশীদ ও শওকত আরা যৌথভাবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচএসসি প্রোগ্রামের পৌরনীতি দ্বিতীয়পত্র বই লেখেন। পরবর্তীকালে আসামিরা দুরভিসন্ধি পালনকল্পে পরস্পর যোগসাজশে মূল পাণ্ডুলিপির বিকৃতি করে বঙ্গবন্ধু শব্দটি বাদ দেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণাসহ বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তন করে ইতিহাস বিকৃত করেন।